সংবাদপত্রের নামফলক ছাড়িয়ে

বঙ্গবন্ধু

ড. কামরুল হক

সংবাদপত্রের নামফলক ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু

ড. কামরুল হক

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

প্রকাশক
জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পিউটার বিন্যাস
ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল

মুদ্রাকর
বেস্ট প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
২০৭ ফকিরাপুল, ঢাকা

মূল্য
৳ ১৫০.০০

© পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

SONGBADPOTRER NAMFOLOK CHHARIYE BANGABANDHU
Published by Press Institute Bangladesh, 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 150.00 Taka. $ 02 Only
ISBN : 978-984-732-051-9
Phone : 9361424, 9330081-83, Fax : 880-02-8317458
E-mail: research@pib.gov.bd, Website: পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক। বাঙালি জাতির মুক্তির ইতিহাসে এক কিংবদন্তি। তাঁর অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের অনেক তথ্য এখনো আমাদের কাছে অজানা। এই মহান পুরুষের জীবনগাথার অনেক কিছুই উদ্‌ঘাটন করা হয়নি। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা ঘটনার তথ্য সংবাদপত্র থেকে তুলে এনে তা সংরক্ষণের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্ম পরিচালনা এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি এই বিষয়ে সংকলনগ্রন্থ প্রকাশেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন ও সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপন-প্রবণতা বিশ্লেষণ করার জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে পিআইবি।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাঁকে বন্দি করে রাখা হয় পাকিস্তানের কারাগারে। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের নির্জন একটি কারাগারের 'ডেথ সেলে' বন্দি করে রাখা হয়। তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানোর প্রস্তুতি চলতে থাকে। বিচারের নামে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক গঠন করে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। চলতে থাকে বিচারের প্রহসন।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়। অবসান ঘটে বাঙালির হাজার বছরের প্রতীক্ষার। বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের। কিন্তু স্বাধীন হলেও বিশাল অপূর্ণতা তখনও বিদ্যমান। বাঙালি জাতির এই অভূতপূর্ব ইতিহাসের যিনি রচয়িতা, যাঁর নামে মহান মুক্তিযুদ্ধে হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করেছে লাখ লাখ মানুষ, মাথা পেতে নিয়েছে অকল্পনীয় দুঃখ-দুর্দশা, সেই মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড়া এই বিজয় ছিল অসম্পূর্ণ। তাই অনিবার্যভাবেই সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তখন সেই শূন্যতার হাহাকার।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তখনও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি না দিয়ে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু বিশ্বনেতারা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে উঠে। আন্তর্জাতিক চাপে পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত বন্দিদশা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের প্রিয় নেতাকে ফিরে পায়। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন-দিল্লি হয়ে তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করেন। সেদিন স্বজনহারানো দুঃখী বাঙালি হৃদয় উজাড় করে বরণ করেছিল তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে। প্রিয় নেতা আর অগণিত বাঙালির আনন্দাশ্রু মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল সেদিন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সেই দিনটি সত্যিকার অর্থেই ছিল এক ঐতিহাসিক দিন।

পিআইবি পরিচালিত সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলনবিষয়ক এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি সংবাদপত্রের পাতায় আবেগ-উচ্ছ্বাসের ব্যাপক প্রতিফলন। সংবাদপত্রে রিপোর্ট উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রমধর্মী একটি ঘটনা ঘটে এই দিন। সেদিন সংবাদপত্রে নামফলকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মূল রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে প্রকাশের জন্য সেদিন দুটি খ্যাতিমান সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা তাদের পরিচিতির প্রতীক প্রথম পৃষ্ঠার নামফলক নিচে নামিয়ে দিয়েছিল। দৈনিক ইত্তেফাকের নামফলক ছাপা হয় প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে এবং দৈনিক বাংলার নামফলক ছাপা হয় প্রথম পৃষ্ঠার মাঝখানে। আর নামফলকের স্থানে প্রকাশ করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর। সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারসহ অন্যান্য সংবাদপত্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর প্রকাশ করে। এই বিষয়টিকে ভিত্তি করেই সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন শীর্ষক এই সমীক্ষাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নামকরণ করা হয়: 'সংবাদপত্রের নামফলক ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু'।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী প্রকাশনা হিসেবে সমীক্ষাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা চলছে তাতে সামান্য হলেও অবদান রাখতে পেরে আমরা গর্বিত। সমীক্ষাটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পিআইবি'র গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হককে। নিষ্ঠার সঙ্গে সমীক্ষাটি সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, গবেষক, গণমাধ্যমকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যদের এই গ্রন্থ কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

প্র | স | ঙ্গ | ক | থা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় আমাকে সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলনবিষয়ক এই সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ হতে থাকে আরও কয়েকদিন আগে থেকেই। তাই আমরা ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদপত্রকে এই সমীক্ষার আওতায় এনেছি। সমীক্ষার জন্য দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার– এই চারটি সংবাদপত্রকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

এই সমীক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন পুরো জাতি ছিল আনন্দে উদ্বেলিত। সেদিন বাংলাদেশে ছিল উৎসবের আমেজ। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি সংবাদপত্রের পাতায়ও এর প্রতিফলন ঘটে। সংবাদপত্রে খবর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এদিন ব্যতিক্রমী একটি ঘটনা ঘটে যায়। স্বাভাবিক নিয়মে সংবাদপত্রে তার পরিচিতির প্রতীক নামফলক প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে ছাপা হয়ে থাকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে সংবাদপত্রের নামফলকের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেদিন দুটি সংবাদপত্র তাদের পরিচিতির প্রতীক নামফলক নিচে নামিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মূল খবরটিকে প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে প্রকাশ করেছিল। সংবাদপত্র দুটি হচ্ছে: দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা। ইত্তেফাক নামফলক ছাপিয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে নিচে। দৈনিক বাংলা নামফলক ছাপিয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী স্থানে। সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর প্রকাশ করে। নামফলকের স্থানে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর প্রকাশ নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সমীক্ষা চালানোর সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। সমীক্ষাটি পরিচালনা করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়ায় পিআইবি'র মহাপরিচালক জনাব জাফর ওয়াজেদ-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণেই সমীক্ষাটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের সাবেক পরিচালক জনাব আকতার হোসেনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. কামরুল হক
গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)

সূ | চি | প | ত্র

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি ৯

উদ্দেশ্য ১২

পূর্বানুমান ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি ১৪

নমুনায়ন ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

সংবাদপত্রে আধেয় বিশ্লেষণ ১৭

রিপোর্ট ১৭

সম্পাদকীয় ৩২

চিঠিপত্র ৩৫

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্বানুমান যাচাই ৩৭

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ৪৫

তথ্যসূত্র ৪৬

পরিশিষ্ট-এক

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু'র প্রদত্ত ভাষণ ৪৭

পরিশিষ্ট-দুই

সংশ্লিষ্ট কিছু পত্রিকার ছবি ৫০

প্রথম অধ্যায়
পটভূমি

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। আটকে রাখা হয় কারাগারে। স্বদেশ থেকে দুই হাজার মাইল দূরে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারের 'ডেথ সেলে' শুধু যে বন্দি করে রাখা হয়েছিল তা-ই না, সর্বাত্মক প্রস্তুতিও চলছিল তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানোর। বিচারের নামে প্রহসন চলছিল সামরিক জান্তার গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুরো সময়ই তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন।

'ন'মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলো। আর পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিলো একটি নূতন দেশ, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিজয়ের আনন্দে যখন সমগ্র জাতি আত্মহারা, তখন অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ।' (ইসলাম, ২০০০ : ৪৮৬)।

বিজয় অর্জনের পর বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি ওঠে। মুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে ওঠে। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সরকারও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশ্বনেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

'পাকিস্তান সরকার ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি দিবাগত রাতে একটি চার্টার্ড বিমানে করে বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের মিয়াওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে সিহালা অতিথি ভবনে নিয়ে যায় এবং ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ করাচী বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দেয়। করাচী বিমানবন্দরে আগে থেকেই পাকিস্তানের একটি বিমান প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। মুক্তির ব্যাপারটি এবং বিমানে উঠিয়ে কোন এক দেশে পাঠানোর ঘটনাটি পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল। উক্ত বিমানটি করাচী বিমানবন্দর ত্যাগ করার পরপরই পাকিস্তান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় শেখ মুজিবকে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।' (হোসেন, ২০১৪ : ১৫৮)

'পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দীজীবন' শীর্ষক গ্রন্থে আহমেদ সালিম লিখেছেন:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বিমানে পাকিস্তানের বাইরে নিয়ে যান এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী। তার আগে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমেদ

তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর লন্ডন গমন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় তিনি জাফর চৌধুরীকে বঙ্গবন্ধুর লন্ডন যাওয়ার বিষয় গোপন রাখতে বলেন। মধ্যরাতের পর বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেনকে বিমানের কাছে নিয়ে যান ভুট্টো নিজে। বোয়িং ৭০৭ লন্ডনের পথে যাত্রা শুরু করে। (উদ্ধৃত, সালিম, ১৯৯৮ : ৬৩-৬৪)

'বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী পিআইএ'র বিমানটি ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সকাল সাড়ে ছ'টায় লন্ডন হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছে। ইতোপূর্বে বিমান পাইলটের মাধ্যমে লন্ডনে রেডিও বার্তা পাঠানো হয়েছিল। এর সূত্র ধরে সেদিন প্রত্যুষে ব্রিটিশ ও বাংলাদেশের কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হন।' (সরকার, ২০০৮: ৫৪৭)

'বিমানটি লন্ডনে অবতরণ করল, অথচ ব্রিটিশ সরকার নিজেও কিছু জানে না। বিমানবন্দর টাওয়ার জানতে পারে, একটি পাকিস্তানি জেট বিমান অজ্ঞাতনামা দু'জন যাত্রী নিয়ে লন্ডনে অবতরণ করছে। কিন্তু যাত্রী দু'জন কে তা পাইলট নিজেও জানে না। তাই রহস্যময় পাকিস্তানি বিমানখানি হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডো পুলিশ বিমানখানি ঘেরাও করে ফেলে। অবলম্বন করা হয় সতর্কতা। পাইলট বললেন, আমার বিমানে দু'জন বেসামরিক যাত্রী আছেন। আমি জানি না তাঁরা কারা। আপনারা তল্লাশি করতে পারেন। কিন্তু বিমানের ভেতর প্রবেশ করেই তো কমান্ডো গ্রুপের নেতার চোখ কপালে উঠলো। তখন বঙ্গবন্ধু নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, আমি শেখ মুজিবুর রহমান।' (মাহ্‌মুদ, ২০১৭ : ২৭৪)

বিমানের অভ্যন্তরে কী ঘটেছিল, সে সম্পর্কে Mosaic of Memory গ্রন্থে এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী লিখেছেন:

সকাল ছয়টার দিকে আমরা লন্ডনে অবতরণ করি এবং প্রধান টারমিনাল থেকে কিছুটা দূরে প্লেনটি দাঁড় করাই। বিমানবন্দরের কয়েকজন কর্মচারী প্লেনে এসে উঠলে শেখ মুজিব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা কি ফরেন অফিসের লোক?' আমি জবাব দিলাম, 'ঠিক তা নয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের এরা তদারক করে থাকেন। এরা আপনাকে ভিআইপি কক্ষে নিয়ে যাবে। সেখানে ফরেন অফিসের লোকও রয়েছেন।' কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি প্লেন থেকে নামলেন এবং আমরা ভিআইপি কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে তিনি জানতে চাইলেন, তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে ফোন করে খবর দেয়ার ব্যাপারে আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো কি না। এদের অধিকাংশই ছিলেন ছোটখাটো রেস্টুরেন্টের বাঙালি মালিক। সাতসকালে সব রেস্টুরেন্টই ছিল বন্ধ। তাদের কারো সাড়া পাওয়া গেল না। এরপর তিনি মাহমুদ হারুনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। বললেন, তিনি পারিবারিক বন্ধু। এই নম্বরে সাড়া মিললো এবং মাহমুদ হারুন ফোন ধরলেন। আমি সন্তর্পণে সরে এলাম, যাতে তাঁদের কথাবার্তা শুনতে না হয়। বৈদেশিক দপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা এসে হাজির হলেন। তাদের সঙ্গে ছিল

বাঙালিরাও। যারা কিছুকাল আগেও পাকিস্তান হাইকমিশনে কাজ করছিলেন। শেখ মুজিব বললেন, এয়ার মার্শাল, আপনি আমার জন্য যা করেছেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। এখন আমি বাংলাদেশ মিশন থেকে আগত আমার মানুষজনের সঙ্গে মিলবো। আমি হলাম তাদের নেতা, জনগণের মানুষ। (উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, সরকার, ২০০৮: ৭৪-৭৫)

'বাংলাদেশ কনস্যুলেটের তদানীন্তন উপপ্রতিনিধি রেজাউল করিমই হলেন বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জানানো প্রথম বাঙালি কর্মকর্তা। বৃটিশ সরকার প্রদত্ত গাড়ি ছেড়ে বঙ্গবন্ধু হিথরো বিমানবন্দর থেকে রেজাউল করিম চালিত তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িতে বৃটিশ সরকারের মেহমান হিসেবে ক্লারিজেস হোটেলে যান। বঙ্গবন্ধুকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেন রেজাউল করিম। লন্ডনে একদিনের অবস্থানে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথ, বিরোধী দলনেতা হ্যারল্ড উইলসন, পার্লামেন্টের অনেক সদস্য প্রমুখের সঙ্গে। সংবাদ সম্মেলনে তাকে বক্তব্য রাখতে হলো। সব সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম আগ্রহ সহকারে তাঁর লন্ডন অবস্থান প্রত্যক্ষ করলো।' (প্রাগুক্ত, সরকার, ২০০৮: ৫৪৭-৫৪৮)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির খবর বিবিসিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর ক্লারিজেস হোটেলে শত শত মানুষ ভিড় করতে শুরু করে। পাকিস্তান থেকে লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী ড. কামাল হোসেন তাঁর 'স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা: ১৯৬৬-১৯৭১' গ্রন্থে লিখেছেন:

শত সহস্র মানুষকে সামাল দেয়ার জন্য হোটেল গেটে পুলিশ-চৌকি বসানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু আগতদের কাছ থেকে গত নয় মাসের কথা শুনলেন। এর মধ্যে ফোন করলেন দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। ফোন করলেন ঢাকার সহকর্মীদের কাছে। পরে বাসায়ও কথা বললেন স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সঙ্গে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লন্ডনের বাইরে। খবর পেয়ে তিনি লন্ডনে ছুটে এলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য। সাবেক প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়। অতঃপর ৪০০ জন সাংবাদিকের এক সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। (উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, সরকার, ২০০৮: ৫৪৮)

১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটেনের বিমানবাহিনীর একটি বিমানে দেশের পথে যাত্রা শুরু করেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সকালে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমান ভারতের দিল্লিতে অবতরণ করে। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধান, অন্যান্য অতিথিসহ সে দেশের জনগণের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের কাছে তাদের অকৃপণ সাহায্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বেলা ১টা ৪১ মিনিটে বঙ্গবন্ধু তাঁর মুক্ত স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন। লাখ লাখ উদ্বেগাকুল মানুষ বঙ্গবন্ধুকে এদিন ঢাকা বিমানবন্দরে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। পরে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বপ্নের প্রিয় মাতৃভূমি সোনার বাংলায় ফিরে এসেছিলেন। বাঙালি জাতি দিনটিকে 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' হিসেবে পালন করে। বাঙালি জাতির কাছে এই দিনটির তাৎপর্য অপরিসীম। স্বাধীনতার আনন্দ পূর্ণতা পায়নি, যে পর্যন্ত না বঙ্গবন্ধু স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

'১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ আমাদের বিজয় সূচিত হলেও ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ এ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছিল।' (চৌধুরী, ২০১১: ৬১)

গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে বিবৃতি

দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনও পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি। তাই বিজয় অর্জনের অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নিয়ে পুরো বাঙালি জাতি ছিল উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত।

সংবাদপত্র যেহেতু অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যম, তাই স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রে চলমান ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলনের পাশাপাশি সমকালীন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতির উদ্বেগ-উৎকণ্ঠারও প্রতিফলন ঘটে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে নানা ধরনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি পাঠকের চিঠিও প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন কেমন ছিল, সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপন-প্রবণতা কেমন ছিল, সম্পাদকীয় মতামতের মাধ্যমে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইস্যুতে সংবাদপত্রগুলো কী ভূমিকা রেখেছিল, চিঠির মাধ্যমে জনমতের কী ধরনের প্রতিফলন ঘটেছিল– এই গবেষণা সমস্যা ও প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এ সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়।

উদ্দেশ্য

চারটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়:

এক. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন যাচাই করা।

দুই. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট খবরের উপস্থাপন-প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।

তিন. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করা।

চার. সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট পাঠকের চিঠি বিশ্লেষণ করা।

পূর্বানুমান (Hypothesis)

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে এই সমীক্ষার জন্য নিচে উল্লিখিত পূর্বানুমান (Hypothesis) নির্ধারণ করা হয়:

এক. সংবাদপত্রে বিশেষ কোনো খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে খবরটি প্রকাশিত হবে, তা ওই ঘটনার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে।

দুই. বিশেষ কোনো ঘটনা ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হতে পারে।

তিন. কোনো ঘটনা দিনের পর দিন বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকলে সে বিষয়ে দিনের পর দিন সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে।

চার. স্বাভাবিকভাবে সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট পাতায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও কোনো ঘটনার বিশেষত্বের কারণে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে।

পাঁচ. দেশে কোনো রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি হলে সেই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠক ওই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গবেষণা পদ্ধতি

এই সমীক্ষার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে গণমাধ্যম গবেষণার জন্য একটি জনপ্রিয় গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তাঁরা তাঁদের Mass Media Research: An Introduction শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন:

> *Content analysis is a popular technique in mass media research.* (Roger & Joseph, 1987: 187)

গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ত্রিশের দশক থেকেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কম সময়, কম খরচ এবং প্রচুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আধেয় বিশ্লেষণ করা যায় হেতু বর্তমানে পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর এবং এ কারণে গণমাধ্যম গবেষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। (ইমাম, ১৯৯৮: ২৮৩)

Joann Keyton আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত রাখতে গিয়ে তাঁর Communication Research: Asking Questions, Finding Answers গ্রন্থে লিখেছেন:

> *Content analysis is the most basic methodology for analyzing message content; it integrates data collection method and analytical technique in a research design to reveal the occurrence of some identifiable element in a text or set of messages. Content analysis can be used to identify frequencies of occurrence, differences, trends, patterns, and standards; first-order linkages should also be considered in the research design.* (Keyton, 2006: 246)

আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে M. H. Walizer ও P. L. Wienir বলেন, 'মূলত সংরক্ষিত তথ্যের বা টেক্সটের বিষয়বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধান করার কৌশলই আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি।' (Walizer & Wienir, 1978)

P. J. Stone তাঁর The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis গ্রন্থে আধেয় বিশ্লেষণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে লিখেছেন:

> *Content analysis is a research technique for making references by systematically and objectively identifying specified characteristics within texts.* (Stone, 1966: 5)

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে এই সমীক্ষার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতিকে প্রাসঙ্গিক মনে করা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণের কৌশল

আধেয় বিশ্লেষণের জন্য প্রথমে নমুনাভুক্ত চারটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট, প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়, পাঠকের চিঠি তারিখের ক্রমানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়।

রিপোর্টগুলো লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:

এক. প্রকাশের তারিখ।
দুই. সূত্র: বার্তা সংস্থা, নিজস্ব সাধারণ আইটেম, স্পেশাল আইটেম।
তিন. কোন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।
চার. কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।
পাঁচ. শিরোনাম।
ছয়. রিপোর্টের মূল বক্তব্য।

সম্পাদকীয় লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:

এক. প্রকাশের তারিখ।
দুই. শিরোনাম।
তিন. সম্পাদকীয়র মূল বক্তব্য।

চিঠি লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:

এক. প্রকাশের তারিখ।
দুই. শিরোনাম।
তিন. চিঠির মূল বক্তব্য।

নমুনায়ন

সমীক্ষার জন্য স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (*Purposive Sampling*) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। দুই ধাপে নমুনা বাছাই করা হয়েছে।

প্রথম ধাপে চারটি সংবাদপত্রকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সংবাদপত্র চারটি হচ্ছে: দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। এই সংবাদপত্রগুলো বাছাই করার কারণ হচ্ছে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এই সংবাদপত্রগুলোই প্রভাবশালী ও শীর্ষস্থানীয় ছিল। চারটি সংবাদপত্রের সবকটি জাতীয় দৈনিকের মর্যাদাসম্পন্ন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত। দৈনিক বাংলা কিছুটা নবীন হলেও বাকি তিনটি সংবাদপত্র বেশ প্রাচীন। স্বাধীনতাপূর্বকালে ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সংবাদপত্র চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমীক্ষার আওতাভুক্ত সময়ে বাংলাদেশের গোটা পত্রিকামাধ্যমকে মোটামুটি প্রতিনিধিত্ব করেছে সংবাদপত্রগুলো।

দ্বিতীয় ধাপে উপরিউক্ত চারটি সংবাদপত্রের ১১ দিনের কপি নমুনাভুক্ত করা হয়। এই ১১ দিন হচ্ছে: ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি। উল্লিখিত তারিখের সংবাদপত্রগুলো বাছাই করার কারণ হচ্ছে, প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ করেন। পরে তিনি লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর মুক্তির দাবি ও এ ব্যাপারে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয় আরও আগে থেকে। আর তাই স্বাভাবিকভাবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগে থেকেই সংবাদপত্রে প্রাসঙ্গিক খবর ও ফলো-আপ খবর এবং অন্যান্য তথ্যের প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরও সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট খবর ও অন্যান্য তথ্যের প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সেই পর্যবেক্ষণ থেকেই গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, উপরে উল্লিখিত তারিখের সংবাদপত্রসমূহ নমুনাভুক্ত করা প্রয়োজন।

তবে তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, সংবাদ পত্রিকাটি স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ৯ জানুয়ারির সংবাদের কোনো কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাই সংবাদ পত্রিকার শুধু ১০ ও ১১ জানুয়ারির কপি এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ

রিপোর্ট

প্রথমেই সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে জাতিসংঘের মহাসচিবের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বার্তা সংস্থা 'এপিপি'র বরাত দিয়ে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ বেতারের বৈদেশিক সার্ভিসের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক রেকর্ড করা ভাষণের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। ১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি সামাদ ॥ বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করুন'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

> *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার ব্যাপারে এ সময়ে বিশ্ব সংস্থার অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করার জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।*

সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত অন্য পত্রিকায়ও এই খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানায়। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যভিত্তিক একটি রিপোর্ট থেকে এই নজির দেখানো যায়। ঢাকার পুরানা পল্টনে ওই রাজনৈতিক দলের অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির এই রিপোর্টটি ১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'প্রকাশ্যে কাজ শুরু ॥ কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর আশু মুক্তি দাবী'। এতে বলা হয়:

> *গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশের কমিউনিস্টি পার্টি প্রকাশ্য কাজ শুরু করেছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে এই দল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তি দাবী করেছে।*

বাংলাদেশ অবজারভারে উল্লিখিত বিষয়ের রিপোর্টটি ১ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Mujib's release demanded: BCP will support Government'.

বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে অন্যান্য দেশও যে তৎপর ছিল, তার একটি নজির পাওয়া যায় বাংলাদেশ অবজারভারে। এই পত্রিকার রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে ভারতীয় কূটনৈতিক তৎপরতার আভাস পাওয়া যায়। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা এএফপি'র বরাত দিয়ে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Swaran asks UN Envoy ॥ Help release Sk. Mujib'. রিপোর্টটিতে বলা হয়:

> *Foreign Minister Mr. Swaran Singh asked on Thursday UN Special envoy vittorio speare Guicceardi to intervene for the release of President of the People's Republic of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman now under house arrest at Rawalpindi, reports AFP.*

১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রাক্কালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে তাঁদের বৈঠক আরও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আভাস দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা এএফপির পাঠানো এই রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টো-মুজিব আলোচনা কয়েক সপ্তাহ চলবে'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *পাকিস্তানী নেতা জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বর্তমানে যে আলোচনা চালাইতেছেন উহা কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চলিতে পারে। আজ সরকারী সূত্রে একথা বলা হয়। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের প্রথম দিকে অংশগ্রহণ করেন। এক্ষণে সিনিয়র কর্মকর্তারা আলোচনা করেন। সরকারী সূত্রে বলা হয় যে, শেখ মুজিব তাঁহার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন।*

দৈনিক বাংলায়ও ২ জানুয়ারি (১৯৭২) বৈঠক সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই'র পাঠানো এই রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টো গং-এর ধৃষ্টতা'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি দেয়া হবে না বলে আজ সরকারী সূত্রে বলা হয়। বাংলাদেশের প্রশ্নে একটি সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে এই আলোচনা গত সপ্তাহে শুরু হয় এবং কয়েক সপ্তাহ চলতে পারে।*

এর পরদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। এটি আট কলাম ব্যানার শিরোনামে ছাপা হয়। এই

রিপোর্টটি ছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর এক সাক্ষাৎকারভিত্তিক। আমেরিকান 'টাইম' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি ও বিপিআই খবরটি সরবরাহ করে। রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর বিনাশর্ত মুক্তি'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল মার্কিন 'টাইম' সাময়িকীর সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে কয়েকদিনের মধ্যেই মুক্তিদানের পরিকল্পনা করিয়াছে।

বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত এই রিপোর্টটি বাংলাদেশ অবজারভার ও দৈনিক বাংলায়ও প্রকাশিত হয়। তবে রিপোর্টটিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এ দুটি পত্রিকায়। বাংলাদেশ অবজারভারে ৩ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Bhuttos plan and hope'. আর দৈনিক বাংলায় রিপোর্টটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি সংক্রান্ত অন্য একটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামের রিপোর্টের সঙ্গে সাবহেডিংয়ের নিচে প্রকাশিত হয়। সাবহেডিংটি ছিল: 'ভুট্টো যা বলেন'।

পরদিন অর্থাৎ ৪ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত আরও একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলা হয়, বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই দিনের অন্য পত্রিকাগুলোর রিপোর্টে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে এই রিপোর্টটি বঙ্গবন্ধুর ৩ কলাম ১২ ইঞ্চি ছবিসহ আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই ও এএফপি পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানী জঙ্গী শাহীর জিন্দানখানা হইতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ'। রিপোর্টে বলা হয়:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়া হইয়াছে। এ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলিয়াছেন সমগ্র বিশ্ব আজ শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে মুখর। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার সরকার বিশ্ব জনমতের প্রতিই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই দিন (৪ জানুয়ারি ১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে এ বিষয়ক আরও একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে। শিরোনামটি ছিল: 'জনতা সাগরে জেগেছে ঊর্মি ॥ পদভারে টলমল পৃথ্বি'। এই রিপোর্টটি ছিল দৈনিক ইত্তেফাকের নিজস্ব আইটেম।

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিবিষয়ক রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠায় লাল হরফে তিন কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। আর তিন কলাম শিরোনামের পাশে বঙ্গবন্ধুর ৫ কলাম ১২ ইঞ্চি আকৃতির একটি পোট্রেট ছবি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Sk. Mujib is being freed'. আর রিপোর্টে বলা হয়:

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is going to be released unconditionally. Till late Monday night it was not known when and how Bangabandhu would be returning to Bangladesh.

প্রাসঙ্গিক আরও তিনটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ওই দিনই (৪ জানুয়ারি ১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় ডাবল কলাম শিরোনামে। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Jubilation in Dacca'. অপর দুটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। এর একটি বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত ছিল। শিরোনাম ছিল: 'Let's Smile Again.' অন্য রিপোর্টটি পত্রিকার নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। বেগম শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যভিত্তিক এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'I can't believe it'.

অপরদিকে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত তিনটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। মূল রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামের নিচে এক পাশে ছিল বঙ্গবন্ধুর ৬ কলাম ১২ ইঞ্চি আকৃতির পোট্রেট ছবি। আর শিরোনামটি ছিল: 'বিশ্ব জনমতের চাপের মুখে শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ॥ ভুট্টোর দম্ভ ভেঙ্গেছি: বঙ্গবন্ধুকে এনেছি।' এই রিপোর্টে লেখা হয়:

পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের বিজয়ের পর অপ্রতিরোধ্য আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার হত্যাকাণ্ডের দোসর পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত এই খবরে বলা হয়েছে যে গতকাল করাচীতে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে ভুট্টো এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

এছাড়া পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে আরও দুটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত রিপোর্ট দুটির একটির শিরোনাম ছিল: 'উল্লাসমুখর ঢাকা ॥ জয় বঙ্গবন্ধুর জয়' এবং অপরটির শিরোনাম ছিল: 'জেগে আছে ঢাকা নগরী–'।

৪ জানুয়ারির (১৯৭২) সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে আশাব্যঞ্জক খবর প্রকাশিত হলেও পরদিন ৫ জানুয়ারির সংবাদপত্রে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে সত্যিই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে কি না, সে সম্পর্কে নানা সন্দেহের প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। দৈনিক ইত্তেফাকে ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সে সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের মন্তব্যকে ভিত্তি করে একটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি

প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক রিপোর্ট অর্থাৎ পত্রিকার নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টোর কথায় বিভ্রান্ত হইবেন না ॥ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রহিয়াছে– পররাষ্ট্রমন্ত্রী।' এই রিপোর্টে লেখা হয়:

বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ গতকাল (মঙ্গলবার) সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর জিন্দানখানা হইতে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করিয়া না আনা পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক পর্যায়ে তৎপরতা চালাইয়া যাইবে। এ ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে বলিয়া তিনি জানান। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিপ্রাপ্তির সংবাদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জনসভায় প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর একটি বিবৃতি ছাড়া পাকিস্তান সরকার এ ব্যাপারে কোন সরকারী ঘোষণা বা আদেশ জারি করেন নাই।'

এই খবরটি বাংলাদেশ অবজারভার আরও গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করে। ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) এই রিপোর্টটি বাংলাদেশ অবজারভার ৮ কলাম ব্যানার শিরোনামের নিচে প্রকাশ করে। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Mujib's release: No confirmation yet, Says Samad ॥ Is it Propaganda stunt?

দৈনিক বাংলায় ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক চারটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি ছিল বাইলাইন রিপোর্ট। রিপোর্টটি লিখেন 'আলী আশরাফ'। এটিকে মন্তব্য প্রতিবেদন হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। ডাবল কলাম শিরোনামে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল: 'বর্বর খান সেনাদের দোসর ভুট্টো এখনও খেলতে চাচ্ছে–'। রিপোর্টে লেখা হয়:

মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জনক, সাড়ে সাত কোটি জাগ্রত বাঙ্গালীর প্রাণপ্রতিম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এখন পর্যন্ত হানাদার দস্যুদের কবল থেকে ছিনিয়ে এনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর সমর্যাদা ও মহিমায় সমাসীন করা যায়নি। মনে হচ্ছে বর্বর খান সেনাদের দোসর ভুট্টো এখনও নানা খেলা খেলতে চাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনও বিশ্ববিবেককে ধোঁকা দিতে আর নষ্টামী করতে তৎপর রয়েছে।

দৈনিক বাংলার অন্য তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটি রিপোর্ট ৬ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব পাকিস্তানের জন্য গুরুতর পরিণতি ডেকে আনবে: ভুট্টোর প্রতি তাজউদ্দীনের হুঁশিয়ারী'। দুটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি ছিল বার্তা সংস্থা এনা ও বিএসএস পরিবেশিত। এটির শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আলোচনা: আজ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দিল্লী যাত্রা'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত অপর রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সম্পর্কে জনমনে জিজ্ঞাসা'।

৭ জানুয়ারির (১৯৭২) খবরের কাগজগুলোয় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে আবার আশাবাদী খবর প্রকাশিত হয়। ওইদিন (৭ জানুয়ারি ১৯৭২) লারকানা থেকে পিটিআই ও ইউপিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকে ৭ কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৬ ইঞ্চি ডাবল কলাম ছবিও প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'যে কোন মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পৌঁছিতেছেন'। রিপোর্টে বলা হয়:

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ এখানে বলেন যে, জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে সরকারী সূত্রে বলা হয় যে, শেখ মুজিব আজ রাতেই বা আগামীকাল পূর্বাহ্নে রওয়ানা হইতে পারেন এবং জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন।

বাংলাদেশ অবজারভারে ৭ জানুয়ারি (১৯৭২) একই ধরনের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ৬ কলাম লিড আইটেম হিসেবে। নয়াদিল্লি থেকে বিএসএস পরিবেশিত উল্লিখিত রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Speculations are rife in New Delhi: Mujib's release imminent'. এতে লেখা হয়:

'Speculation is rife in different quarters in New Delhi about the possible timing of Sheikh Mujibur Rahman's return to Bangladesh, reports BSS special correspondent'.

দৈনিক বাংলায় ৭ জানুয়ারি (১৯৭২) এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর বক্তব্যভিত্তিক রিপোর্টটি তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানের লারকানা থেকে পিটিআই ও ইউপিআই পরিবেশিত ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে: ভুট্টো'। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতাবিষয়ক একটি খবর প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামে ছিল: 'ভারতীয় নেতাদের সাথে সামাদের বৈঠক: শেখ মুজিবকে ফেরত আনাই প্রধান আলোচ্য বিষয়'। এই রিপোর্টে বলা হয়:

নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আজ বলেন যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ এখানে যার সাথেই দেখা করেছেন প্রত্যেকের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ফেরত আনার প্রশ্নই প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে।'

পাকিস্তানের ভেতরেও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার দাবি উঠেছিল। ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে এর নজির পাওয়া যায়। রিপোর্টটি ডাবল কলাম শিরানামে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পিন্ডিতে ভুট্টোর বিরুদ্ধে মুজিব সমর্থকদের পিকেটিং'। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি

থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, পিটিআই ও ইউপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটিতে বলা হয়:

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আজ বিমানযোগে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থকরা তাহার বিরুদ্ধে পিকেটিং করে। শেখ মুজিবের সঙ্গে আরও আলোচনার জন্য ভুট্টো লারকানা হইতে এখানে প্রত্যাবর্তন করেন।

দৈনিক বাংলায় ওই রিপোর্টটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় ৮ জানুয়ারি (১৯৭২)। বার্তা সংস্থা ইউপিআই'র বরাত দিয়ে পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'পিন্ডিতে মুজিবের মুক্তির দাবীতে ভুট্টোর সামনে পিকেটিং'।

৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি পাওয়ার সংবাদ খবরের কাগজে ব্যাপক কাভারেজ পায় ৯ জানুয়ারিতে (১৯৭২)। দৈনিক বাংলায় ওইদিন (৯ জানুয়ারি ১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১২টি রিপোর্টের মধ্যে ১০টিই ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট। দৈনিক বাংলায় এ সংক্রান্ত মূল রিপোর্টটি ৭ কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। আইটেমটির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও জুড়ে দেওয়া হয়। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'জনগণের মাঝে ফিরে যেতে চাই: লন্ডনে শেখ মুজিব ॥ এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে চাই না'। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, এএফপি, পিটিআই, এনা এবং বিপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টে লেখা হয়:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন: 'আমি এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজী নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই'। তিনি বলেন, তিনি আগামীকাল অথবা পরের দিন ঢাকা ফিরবেন বলে আশা করছেন।

বাকি ৯টি রিপোর্টের মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় ৪ কলাম শিরোনামে। বার্তা সংস্থা এনা ও বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে শেখ মুজিবকে আনার ব্যবস্থা আলোচনা ॥ গণতন্ত্র ও বিশ্ব জনমতের বিজয়: তাজউদ্দীন'। একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তিন কলাম শিরোনামে। সূত্রহীন এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর শুভেচ্ছা বাণী'। এতে লেখা ছিল:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন থেকে তাঁর মন্ত্রিসভা ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন।

বাকি সাতটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। লক্ষ্ণৌ থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শেখ: আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: '৩৬ ঘণ্টার মধ্যে আসবেন'। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, পিটিআই, এএফপি ও এনা পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বেঁচে আছি

সুস্থ আছি'। একটি বাইলাইন রিপোর্ট ছিল। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর লিখিত ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'সেই বাড়িটিতে আমরা ক'জনা: মা– কেমন আছে?'। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) এক কর্মসূচির আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর পাওয়ার পর তা বাতিল করা হয়। এই রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'মুজিব দিবস বাতিল'। বাকি দুই রিপোর্ট ছিল লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সংলাপভিত্তিক। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বেগম মুজিবের প্রতি: বেঁচে আছো তো?'। সূত্রহীন অপর রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'হ্যালো; তাজউদ্দীন: দেশের মানুষ কেমন আছে?'

দৈনিক ইত্তেফাকে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ৬ কলাম লিড আইটেম হিসেবে। ইত্তেফাক রিপোর্ট অর্থাৎ নিজস্ব রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আমার সোনার বাংলা আজ মুক্ত ও স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র: বঙ্গবন্ধু এখন লন্ডনে'। এই রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম ৫ ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে বলা হয়:

দীর্ঘ ৯ মাসাধিক কাল পাকজঙ্গী শাহীর জিন্দানখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে নারকীয় বন্দী জীবন যাপনের পর বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অধিনায়ক বিশ্বের নিপীড়িত জনতার বিশ্বস্ত মুখপাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গত শনিবার পিআইএ'র একটি ভাড়া করা বিশেষ বিমানে গ্রীন উইচ সময় ভোর ৬টা ৩৬ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টার ৩৫ মি.) লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে অবতরণের পর বঙ্গবন্ধুকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে লইয়া যাওয়া হয়। পরে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা তাঁহাকে লন্ডনের ক্লারিজেস হোটেলে লইয়া যান।

সংশ্লিষ্ট আরও চারটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় ওইদিন (৯ জানুয়ারি ১৯৭২)। এর মধ্যে একটি রিপোর্ট ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যভিত্তিক। বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ: আসলে আমরাই–'। অপর তিনটি রিপোর্টের মধ্যে দুটি ছিল বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সংলাপভিত্তিক। একটির টেলিফোন সংলাপ ছিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামটি ছিল: 'লন্ডন হইতে ঢাকা: হ্যালো তাজুদ্দীন আমার দেশবাসীরা কেমন আছে'। টেলিফোন সংলাপভিত্তিক অপর রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'তোমরা কি সবাই বেঁচে আছ?: তুমি কবে আসবে? ওরা আমাদের খুব কষ্ট দিয়েছে'।

উপরিউক্ত রিপোর্টটি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের টেলিফোনে কথোপকথনের ওপর নির্ভর করে লেখা। টেলিফোন সংলাপভিত্তিক আরও একটি

রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাকে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোনে কথোপকথনকেন্দ্রিক। সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় রিপোর্টটি। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বলুন, বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন'।

৯ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট ১৮টি রিপোর্টের মধ্যে ১৪টিই ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংক্রান্ত। মূল রিপোর্টটি লাল রঙের হরফে ৮ কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পাঁচ কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা ইউপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Mujib Speaks from London: I am alive and well'. এই রিপোর্টে বলা হয়:

> *Sheikh Mujibur Rahman was flown secretly in London at 0636 GMT (1235 BST) on Saturday from Rawalpindi. UPI quoted the Sheikh telling newsman in his heavily guarded VIP lounge at the Heathrow Airport as 'you can see I am very much alive and well'*

বাংলাদেশ অবজারভারে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট বাকি ১৩টির রিপোর্টের মধ্যে একটি ছাড়া অন্য ১২টি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টটি ছিল স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত। শিরোনামটি ছিল: 'Arrangements for grand reception'। ১২টি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামের রিপোর্টের মধ্যে তিনটি ছিল বাংলাদেশ অবজারভারের স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত। এই তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটির শিরোনাম ছিল: 'Hello, Tajuddin, how are my people?'। এই রিপোর্টটি ছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সংলাপভিত্তিক। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত অপর দুটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'The leader in his usual voice' এবং 'Waiting crowds at airport'. সিঙ্গেল কলামের শিরোনামের রিপোর্টগুলোর মধ্যে সাতটি ছিল বিভিন্ন বার্তা সংস্থার পাঠানো। এই সাতটির মধ্যে তিনটি ছিল নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত। শিরোনামগুলো ছিল: 'Plane sent to London', 'Heath urged to send Sheikh via Delhi', 'We are very happy: Indira'। নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Pakistani lie'। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Sheikh will meet heath'। ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Do you know my son?'। পাটনা থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Jayaprakash'। বাকি দুটি রিপোর্টে কোনো সূত্রের উল্লেখ ছিল না। এই রিপোর্ট দুটির একটির শিরোনাম ছিল: 'Return from the gallows' এবং অপরটির শিরোনাম ছিল: 'Bangabandhu asked to go to Iran or Turkey'।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এইদিন খবরের কাগজগুলো এই ঘটনার ব্যাপক কাভারেজ দেয়। এই দিনের (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ৬টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এর সবই ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট। দৈনিক বাংলায় এ সংক্রান্ত মূল রিপোর্টটি ৮ কলাম ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। আইটেমটির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চার কলাম বারো ইঞ্চি আকৃতির একটি পোট্রেট ছবিও জুড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই ছবিটি প্রথম পৃষ্ঠার প্রায় এক-চতুর্থাংশজুড়ে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর নয়নমণি বঙ্গবন্ধু আজ আসছেন: জয় বাংলা জয়তু মুজিব'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টে লেখা হয়:

> *বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ নয়াদিল্লী থেকে একটি বিশেষ বিমানযোগে বিকাল তিনটার দিকে ঢাকা এসে পৌঁছবেন। জাতির জনকের জন্য কোটি প্রাণের দীর্ঘদিনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও প্রতীক্ষার আজ হবে অবসান। গত ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে পাকিস্তানী হানাদারদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের কারাগারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আটক থাকায় স্বাধীনতার স্বাদ থেকে যায় অসম্পূর্ণ। নানা টালবাহানার পর প্রবল বিশ্ব জনমতের চাপে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে জল্লাদ চক্রের দোসর ভুট্টো। আজ জাতির জনক ফিরে আসছেন তাঁর সোনার বাংলায়। স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ ফিরে পাচ্ছে তাদের প্রাণ-প্রিয় নেতাকে। স্বাধীনতার স্বাদ আজ পূর্ণতা লাভ করবে। জয় বাংলা জয়তু মুজিব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে আটটায় লন্ডন থেকে নয়াদিল্লী পৌঁছবেন। নয়াদিল্লীতে চার ঘণ্টা অবস্থানের পর একটি বিশেষ বিমানযোগে তিনি ঢাকা আসছেন।*

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্য ৫টি রিপোর্টের মধ্যে একটি রিপোর্ট চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আজ নেতাকে বরণের মহালগ্ন: জনসমুদ্রের অধীর প্রতীক্ষা'। একটি রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পরিবারের নাম বাংলাদেশ: স্বজনের নাম বঙ্গবন্ধু'। সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় বাকি তিনটি রিপোর্ট। একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'তিনি এসেই উদ্ধার করবেন বেগম মুজিবকে'। একটির শিরোনাম ছিল: 'রেসকোর্স ময়দানের ব্যবস্থা'। অপর রিপোর্টটি ছিল লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড হিথের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠকবিষয়ক। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও বিপিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'মুজিব-হীথ আলোচনা'।

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ৭টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৬টি ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক। মূল খবরটি বেশ বড়ো হরফে ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিকোশিয়া থেকে এনা এবং পিটিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'স্বাগতম'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

সর্বশেষ খবরে জানা গেল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ (সোমবার) অপরাহ্ন দেড়টা হইতে ২টার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আসিয়া পৌঁছাইবেন।

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্য ৫টি রিপোর্টের মধ্যে একটি রিপোর্ট তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক সরবরাহকৃত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায় ঢাকা নগরী'। এই দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আজ সরকারী ছুটি'। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বিবৃতি প্রদান করেন, তেমনি একটি বিবৃতির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) ডাবল কলাম শিরোনামে। কলকাতা থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'স্বাধীনতাকামী জনতারই বিজয়: আলতাফ'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন বলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণেরই বিজয়।

আরও দুটি রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক সরবরাহকৃত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'এক নজরে' এবং নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত অপর রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আকাশবাণী ধারাবিবরণী প্রচার করিবে'।

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক সাতটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। মূল রিপোর্টটি পাঁচ কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। এই আইটেমের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক রিপোর্ট অর্থাৎ পত্রিকার নিজস্ব রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ঐ মহামানব আসে: দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

আজ বহু প্রতীক্ষিত সেই শুভ দিন। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর অন্তরের অন্তহীন আস্থা ও ভালবাসা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার স্বর্ণ সিঁড়িতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া স্বাধীন বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদীর্ঘ ৯ মাস পরে আবার জননী বাংলার কোলে ফিরিয়া আসিতেছেন। পাক সামরিক

জল্লাদদের কারাগার তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন তাঁহার সারা জীবনের ত্যাগ ও তপস্যার ফসল স্বাধীন বাংলার বুকে। লন্ডন হইতে বৃটিশ বিমানবাহিনীর একখানি বিমানে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী হইয়া আজ (সোমবার) মধ্যাহ্নে বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় পদার্পণ করিতেছেন।

প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বাকি ছয়টি রিপোর্টের সবই ছিল সিঙ্গেল কলাম শিরোনামের। এর মধ্যে তিনটি রিপোর্ট 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে: 'প্রতীক্ষাকূল শহরবাসী', 'আজ অপরাহ্ন আড়াইটায়' এবং 'আজ ছুটি'। অন্য তিনটি রিপোর্টের মধ্যে দিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'দিল্লীতে নেতার রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা'। একটি রিপোর্ট ছিল বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত, যার শিরোনাম: 'ওকে চোখে দেখার আগে কিছুই বলিব না'। এই রিপোর্টটি ছিল বেগম মুজিবের বক্তব্যভিত্তিক। আর অন্য রিপোর্টের কোনো সূত্র উল্লেখ ছিল না। এটিও ছিল বেগম মুজিবের বক্তব্যভিত্তিক এবং এর শিরোনাম ছিল: 'আমি সর্বাগ্রে গৃহিণী'।

বাংলাদেশ অবজারভারের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক ৬টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মূল রিপোর্টটি সাত কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই আইটেমের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছয় কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। লাল রঙের হরফে লেখা এই রিপোর্টের শিরোনামটি ছিল: 'Nation welcomes home the father today: Bangladesh Smiles'. বাইলাইন রিপোর্ট হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি লিখেন জওয়াদুর রহমান। রিপোর্টটিতে তিনি লিখেন:

As the entire nation eagerly waits Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's return to Bangladesh today (Monday) after more than nine long months in Dacca the seat of the People's Republic final touches are being given to the arrangements for the historic reception that will be accorded to the Father of the Nation.

বাকি পাঁচটি রিপোর্টের মধ্যে স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত একটি রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Straight drive to Race Course.'। অন্য চারটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত রিপোর্ট ছিল দুটি। এর একটির শিরোনাম ছিল: 'Begum Mujib says: I am a housewife first.' এবং অপরটির শিরোনাম ছিল: 'Public holiday today.' আর দুটি ছিল বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'Mujib holds talks with Heath' এবং নয়াদিল্লি থেকে এএফপি পরিবেশিত অপর রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'Delhi will accord state reception'.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) এ সংক্রান্ত নানা ধরনের রিপোর্ট খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল, দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক ওইদিন (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান জানানোর নিদর্শনস্বরূপ তাদের পরিচিতির প্রতীক নামফলক নিচে নামিয়ে দেয়। দৈনিক বাংলার নামফলক ছাপা হয় পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার মাঝামাঝি স্থানে এবং ইত্তেফাকে নামফলক প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে।

১১ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলার প্রথম পৃষ্ঠায় ১১টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সব রিপোর্টই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক। প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটাজুড়ে প্রকাশিত হয় একটি খোলা ট্রাকে বঙ্গবন্ধু এবং ট্রাকের চারপাশে অগণিত মানুষের ছবি। ক্যাপশন ছিল: 'জনারণ্যে মুজিব। মিছিলে খোলা ট্রাকে চড়ে বঙ্গবন্ধু ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে রমনা রেসকোর্সে আসছেন'।

মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় লাল রঙের ব্যানার শিরোনামে। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'উত্তাল জনসমুদ্রের মাঝে মুক্ত বাংলার মাটিতে মুক্ত মুজিবের দৃপ্ত ঘোষণা: স্বাধীন হয়েছি স্বাধীন থাকবো'। এই শিরোনামের উপরে আট কলাম এক ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবি প্রকাশিত হয়। এতে অসংখ্য মানুষের চিত্র তুলে ধরা হয়। মূল রিপোর্টে লেখা হয়:

> *বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং স্বাধীন থাকবে। ষড়যন্ত্র চলছে এখনও কিন্তু একজন বাঙালী জীবিত থাকা পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে। ঐতিহাসিক ঘোড়দৌড় ময়দানে তিনি বিশাল জনসমুদ্রকে আহ্বান জানিয়েছেন 'ঘরে ঘরে সতর্ক থাকুন, ঐক্যবদ্ধ থাকুন'।*

বাকি দশটি রিপোর্টের মধ্যে দুইটি রিপোর্ট ছিল তিন কলাম শিরোনামের। এর মধ্যে একটি ছিল স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত। এর শিরোনাম ছিল: 'উচ্ছ্বাসে উল্লসি ওঠে আকুল আবেগ'। অপর রিপোর্টটি নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই এবং এনা পরিবেশিত। এর শিরোনাম ছিল: 'দিল্লীর বিরাট সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু: ভারত-বাংলাদেশ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন চিরদিন অটুট থাকবে'। অন্য আটটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে পাঁচটি রিপোর্ট পত্রিকার নিজস্ব আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই পাঁচটি রিপোর্টের মধ্যে তিনটি ছিল স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত। এগুলোর শিরোনাম হচ্ছে: 'রেসকোর্স: অশ্রুর শিশিরে সিক্ত জনারণ্য উৎসবমুখর', 'প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ মহীরুহ' এবং 'বিমানবন্দরে উন্মুখ আগ্রহের দুরন্ত মুহূর্তগুলো'। দুটি রিপোর্ট ছিল বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার পরিবেশিত। এ দুটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আনন্দের অশ্রুতে ভেজা' এবং 'লন্ডন হতে ঢাকা: কমেটের মানুষটি'। সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত তিনটি রিপোর্ট ছিল বার্তা সংস্থা থেকে সরবরাহকৃত। এর মধ্যে বার্তা সংস্থা বিএসএস'র বিশেষ সংবাদদাতা আতাউস সামাদ প্রেরিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'ঘনিষ্ঠ আলোকে'। একটি ছিল নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও

পিটিআই পরিবেশিত, যার শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর সংবর্ধনায় ইন্দিরা' এবং একটি ছিল কায়রো থেকে পিটিআই পরিবেশিত, যার শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানী চেষ্টা ব্যর্থ'। ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু পাঁচটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং সব রিপোর্টই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক। প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে শীর্ষে প্রকাশিত হয় বঙ্গবন্ধুর তিন কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি একক ছবি। পাশে পাঁচ কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির আরেকটি ছবি, যাতে রেসকোর্স ময়দানে সমবেত অগণিত মানুষ দেখা যাচ্ছে। এই ছবির ক্যাপশনে লেখা হয়: 'গতকাল (সোমবার) রেসকোর্স ময়দানের একাংশ। শুধু মানুষ আর মানুষ'। এই ছবির নিচেই মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় মূল রিপোর্ট। শিরোনাম ছিল: 'স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে, বাঙ্গালী এবার হাসিবে, খেলিবে'। মূল রিপোর্টে ম্যাটারের মাঝখানে ইনসার্ট হিসেবে আরেকটি শিরোনাম প্রকাশিত হয় এবং শিরোনামটি ছিল: 'এ স্বাধীনতা আর কেউ হরণ করিতে পারিবে না'। মূল রিপোর্টে লেখা হয়:

> *বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ 'মুজিববাদের' পুরোধা বাঙ্গালী জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (সোমবার) মানবেতিহাসের ভয়াবহতম বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের ঘৃণ্যতম নায়ক পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর জিন্দানখানার নরককুণ্ড হইতে বাঙ্গালী জাতির অন্তহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা আর অকুণ্ঠ আস্থা প্রীতিসিক্ত হৃদয়ের রাজপথ ধরিয়া জননী বাংলার শূন্য কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফাঁসির মঞ্চ আর অপেক্ষমান কবরের ভ্রুকুটির বিভীষিকার রাজত্ব হইতে স্বজাতি-স্বজনের সান্নিধ্যের আলোর রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের মহালগ্নে আনন্দে উচ্ছ্বল, বেদনায় মলিন, অশ্রুতে বিষন্ন হইয়া উঠিয়াছে নেতা ও জনতার মহাসম্মেলন ক্ষেত্র ঐতিহাসিক রেসকোর্সের পরিবেশ। আর সেই অঙ্গরঙ্গ মুহূর্তে রমনার আকাশে আকাশে শীতার্ত সূর্যের সোনালী আলো এবং সামনের অন্তহীন জনসমুদ্রকে সাক্ষী রাখিয়া সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর প্রত্যয়দৃপ্ত হৃদয়ের অমোঘ বাণী জলরাশির প্রচণ্ড হুংকারের মতই যখন গর্জনে গর্জিয়া উঠিয়াছে জাতির জনক শেখ মুজিবের অশ্রুরুদ্ধ বজ্রকণ্ঠে: বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম, পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চিরতরে শেষ। এই স্বাধীনতা হরণের সাধ্য পৃথিবীর কাহারও নাই। স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে।*

বাকি চারটি রিপোর্টের মধ্যে একটি ছিল তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত। 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক'। অন্য তিনটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'বিশেষ মোনাজাত'। একটি ছিল বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এবং এটির শিরোনাম ছিল: 'নয়নজলে সিক্ত: একটি পুনর্মিলন'। একটি রিপোর্টে কোনো সূত্রের উল্লেখ ছিল না, যার শিরোনাম ছিল: 'নেতার কথা–'।

সংবাদে ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় চারটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এর সবই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক। পৃষ্ঠার উপরের দিকে আট কলাম চার ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবি প্রকাশিত হয় এবং এই ছবিটি ছিল রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার। মূল রিপোর্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দুই কলাম আট ইঞ্চি আকৃতির একটি ছবিও প্রকাশ করা হয়। 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' সরবরাহকৃত মূল রিপোর্টটি আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সাবধান! ষড়যন্ত্র এখনও চলিতেছে: মুজিব'। এই রিপোর্টে লেখা হয়:

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান জিন্দানখানা হইতে ২ শত ৮৯ দিন পর মুক্তি লাভের পর গতকাল (সোমবার) ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে প্রতীক্ষারত লক্ষ লক্ষ উদ্বেগাকুল নর-নারীর উদ্দেশে ভাষণদানকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আবেগজড়িত অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশ চিরদিন টিকিয়া থাকিবে কেহই ইহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। তাহার প্রিয় দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলেন যে, এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য এখনও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

বাকি তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটি ছিল তিন কলাম শিরোনামের। নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস এবং পিটিআই পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আমার প্রতিশ্রুতি আমি পূরণ করিয়াছি, এখন মুজিবকে বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিতে হইবে: ইন্দিরা'। একটি রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' সরবরাহকৃত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'জনতা সাগরে জেগেছে ঊর্মি'। অপর রিপোর্টটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' সরবরাহকৃত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'আনন্দ উদ্বেল নগরী'।

বাংলাদেশ অবজারভারে ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় মোট ১১টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৮টি ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক। মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: Sheikh Mujibs Appeal to Nations Help: Rebuild our Economy. এই রিপোর্টে লেখা হয়:

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, President of the People's Republic of Bangladesh appealed to all nations of the world in the name of humanity to come forward with economic assistance to help reconstruct the battered economy of Bangladesh.

অন্য সাতটি রিপোর্টের মধ্যে একটি চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'International tribunal to probe genocide urged.' একটি রিপোর্ট তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Hero's welcome to

Bangladesh.' বাকি পাঁচটি রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দুইটি ছিল স্টাফ করসপনডেন্ট পরিবেশিত। এ দুটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল: 'Mukti Bahini's role lauded' এবং 'Yet another historic scene' দুটি রিপোর্ট ছিল বার্তা সংস্থা বিএসএস পরিবেশিত। এ দুটি হচ্ছে: 'A touching Scene' এবং '90 Injured in stamped' একটি রিপোর্ট ছিল নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত। এটি হচ্ছে: 'Bangladesh-India amity will be eternal: Mujib.'

সম্পাদকীয়

১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। 'বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে দাও' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

ভুট্টো যাতে আর কালবিলম্ব না করে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন তার জন্যে জাতিসংঘ এবং বড় বড় দেশগুলোকে ইসলামাবাদের ওপর চাপ দিতে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। পাকিস্তানে বসবাসকারী পাঁচ লাখ বাঙ্গালীকেও তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার উপযুক্ত ব্যবস্থা হাতে নিতে হবে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রেডক্রসের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বের সম্মিলিত চাপের নিকট ভুট্টো মাথা না নুইয়ে পারবেন না।

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জোর দাবি জানায়। 'Release Mujib' শিরোনামের এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়:

Above all, we once again appeal to the powers to exert their influence for the release of Sheikh Mujib. Only his leadership and charisma directed into the right channels can save our people from the aftermath of what have been a most cruel war and the disruption of our society and our country.

১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রসঙ্গে আরও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে। এর শিরোনাম ছিল: 'জয়তু বঙ্গবন্ধু জয়তু শেখ মুজিব'। এতে বলা হয়:

শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্ব জনমত উত্তাল হয়ে উঠেছিল শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে। গত নয় মাস ধরে সারা বিশ্বে কেবলই উচ্চারিত হয়েছে একটি নাম: শেখ মুজিব। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অগ্রবর্তী সৈনিক, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দিশারী, বাঙ্গালীর পরম ঐশ্বর্য শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত সারা বিশ্বে তুলেছে বিজয়োল্লাসের ঢেউ। শেখ মুজিবের মুক্তির অর্থ বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার জয়, পশুশক্তির বিরুদ্ধে জনতার জয়। বাঙ্গালী জাতি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শৃংখলমুক্ত করেছে তাদের পরমপ্রিয় নেতাকে।

শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছে একটি মুক্তি পাগল জাতিকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয় অস্ত্রের জোরে, বুটের তলায়। পরাভব মানে না শেখ মুজিব। দুর্জয় তাঁর জাতি। জয় শেখ মুজিব। জয় বাংলাদেশ।

শুধু রিপোর্টেই নয়, ৫ জানুয়ারির (১৯৭২) খবরের কাগজগুলোয় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু মুক্তির ব্যাপারে বিলম্বের বিষয়টি নিয়ে নানা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টো সায়েব এই কালক্ষেপ কেন?'। এতে বলা হয়:

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ন্যায্য স্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ দেওয়ার সময় সম্ভবত তিনি (ভুট্টো) এখনও পাননি। তাই সঙ্গত কারণেই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে ভুট্টো সায়েবের নিশতার পার্কের ঘোষণার পেছনে কোন গুঢ় অভিসন্ধি থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। এই ধরনের কোন চালবাজীর আশ্রয় যদি ভুট্টো সায়েব গ্রহণ করেন তবে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষই শুধু নয়, বিশ্বের কোন বিবেকবান ব্যক্তিই তাকে ক্ষমা করবে না। আমরাও আশা করবো ভুট্টো সায়েব কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

৫ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত একটি সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে দিন'। এতে বলা হয়:

যতক্ষণ না শেখ সাহেব বাংলাদেশের মৃত্তিকায় পুনঃপ্রত্যাবর্তন করিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আশ্বস্ত ও পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না। অবিলম্বে তিনি আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তাহার মহান নেতৃত্বের বর্ণচ্ছটায় দিক-দিগন্ত অচিরেই প্লাবিত হইবে এই সুগভীর প্রত্যাশা নিয়াই আমরা প্রতীক্ষমান।

বাংলাদেশ অবজারভারে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব সম্পর্কে ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রকাশিত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'Bangabandhu'। এতে বলা হয়:

But it must first be made possible for the Bangabandhu to come here immediately and meet and talk to his own people who have been waiting his arrival. The Bangabandhu can talk meaningfully not as a prisoner, but as a free man and after he has been able to see things here in their right perspective. Any delay in his arrival here on any ground other than his own free will can have very undesirable and harmful effects.

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২)। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'সংগ্রামী সালাম বঙ্গবন্ধু'। এতে লেখা হয়:

ধানের শীষ দিয়ে আজ আমরা তোমায় বরণ করছি, বিজয়ী নেতা। বাংলার মাটি কপালে ঠেকিয়ে একদিন তুমি শপথ নিয়েছিলে রক্ত দিয়ে তার মান রাখবে তুমি। বলেছিলে সাড়ে সাত কোটি বঞ্চিত মানুষের দাবী আদায় না করতে পারলে সংগ্রাম ক্ষান্ত হবে না তোমার। সেই মাটির ছোঁয়া দিয়ে আজ তোমার বিজয় রথকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ অবজারভারে ৯ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'The Return of Bangabandhu'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

The State of Bangladesh has come into being in a most unique way and it has revolutionised the existing system of national and international relationship by giving it a new dimension and a new outlook in an otherwise tradition-bound and orthodox society. The person, who has done it, is Sheikh Mujibur Rahman. The entire nation rose as one at his call and brought into being the reality of Bangladesh. Now, we are all eagerly waiting for him to come and take up his destined role for guiding this nation of seven and a half crore people and give it its rightful place in the comity of nations.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সংবাদপত্রগুলো প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'এস, বাংলার স্বাপ্নিক, স্বাগতম'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি– এই যাঁহার প্রাণের মন্ত্র ছিল, এই মন্ত্রে যিনি সাড়ে সাত কোটি মানুষকে কর্মে ও সংগ্রামে উজ্জীবিত করিয়াছেন, যাহার আদর্শের অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশ আজ এক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র, সেই বঙ্গবন্ধুর আগমনে জনগণের আনন্দ ও অশ্রু সংমিশ্রিত হইবে একই ধারায়। এই সফল ও দৃঢ়বদ্ধ জাতির স্বাধীনতাউত্তর নেতৃত্ব অপেক্ষা করিতেছিল জাতির জনকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সফল লগ্নটির জন্য। জনগণ হৃদয়ের সবখানি শ্রদ্ধার্ঘ্য মিশাইয়া স্বাগতম জানাইতেছে প্রিয়তম নেতাকে। এস, বাংলার স্বাপ্নিক, স্বাগতম।

সংবাদ পত্রিকায় (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'স্বাগত বঙ্গবন্ধু'। এতে লেখা হয়:

এই দীর্ঘ ৯ মাসের সকল ঘটনা তোমার যথাযথভাবে জানিবার কথা নয়। তবু তুমি হয়ত জানিয়া থাকিবে কি করিয়া বাংলা আজ খুনীচক্রের ষড়যন্ত্রের সকল জাল ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহাদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায় বাংলার জনগণ আজ মুক্ত বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তোমাকে কারান্তরালের অভ্যন্তর হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমাদের সুমহান বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়াসহ যে সকল

সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দেশ পকিস্তানী সামরিক জান্তার উপর চাপ সৃষ্টি করিয়াছে স্বাধীন বাংলার মুক্ত আলোকে তুমি সেই সকল বন্ধুদের চিনিয়া লইবে এবং সেই সঙ্গে যাহারা আমাদের আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠকে তীব্র নখরাঘাতে ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্রে ইয়াহিয়া চক্রকে শক্তি জোগাইয়াছে তাহাদেরকেও তোমার চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না। স্বাগত বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা।

বাংলাদেশ অবজারভারে ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক মূল সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়। শিরোনাম ছিল: 'Lets smile today'. তবে মূল সম্পাদকীয়র সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। শিরোনামে লেখা হয়: Extracts from Editorial: Welcome'. এতে লেখা হয়:

Let the joy of the Sheikhs home-coming be shared in every home, in every hamlet, in every hovel, and let the sun rise today that shall bring smile and happiness to all. The grievously bereaved will find it almost impossible to smile. But they should at least for this one day forget the emptiness of their hearts and their homes and give thanks to the lord that our here, the son of Bengal, has returned to he beloved home.

১১ জানুয়ারিতেও (১৯৭২) বিভিন্ন খবরের কাগজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় ওইদিন (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) এ বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'মুজিবের স্বপ্ন, সোনার বাংলা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

শত্রুরা ভেবেছিল তাকে বন্দী করলেই বাঙ্গালী জাতিকে পদানত করে রাখা যাবে। কিন্তু ভ্রান্ত, ওরা জানতো না যে কারাগার শুধু শেখ মুজিবের শরীরকেই আটক রাখতে পারে, পারে না তাঁর আদর্শকে। আর এই আদর্শের মহামন্ত্রেই একটি মুজিব আজ পরিণত হয়েছেন সাড়ে সাত কোটি মুজিবে। এই মহান আদর্শের সার্থক বাস্তবায়ন হোক বাংলাদেশে-শেখ মুজিবের স্বপ্ন স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলায়।

বাংলাদেশ অবজারভারে এই দিন (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) এ বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'An Unforgettable Occasion'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

We, individual citizens of a free nation, have now to work responsibly. That is what Sheikh Mujib reminded us of May God give us the wisdom to follow this advice.

চিঠিপত্র

সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল, সংবাদপত্রে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চিঠিপত্র বিভাগে। খবরের কাগজে চিঠি লিখে পাঠকরা এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে চিঠিপত্র

বিভাগে এ ধরনের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Too late, Mr. Bhutto!' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিএ (অনার্স) প্রথম বর্ষের ছাত্র এম এ জাফর হাসান এই চিঠিতে লিখেন:

Sir, Prince Bhutto, the loving child of 'Emperor' Yahya Khan, has gone mad, for he has fallen in love with 'Princess' Bangladesh. But he is too late to propose to her. He ought to have known before that "the course of true love never did run smooth." However, I do prescribe two medicines for him: (a) to release Bangabandhu immediately (b) to recognise Bangladesh. If he takes these medicines immediately, he will come round soon.

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদ পত্রিকায় তিনজন পাঠকের এক যৌথ চিঠি প্রকাশিত হয় এ প্রসঙ্গে। 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরে' শিরোনামের এই চিঠিটি লিখেন ঢাকার মগবাজার থেকে আলী আশরাফ, আলী আকবর ও শাহজালাল খান। এতে বলা হয়:

আমাদের প্রিয়নেতা, স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসছেন। তাঁকে জানাই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের পক্ষ হতে লাখো সালাম। অবশেষে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। হতেই হবে। একটা স্বাধীন জাতির মহান নেতাকে কীভাবে একটা পশুশক্তি আটকে রাখবে? ১০ই জানুয়ারি আমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে জাতির পিতা দীর্ঘ দশ মাস পর আমাদের মাঝে ফিরে আসছেন। দেশবাসী দিনের পর দিন এই দিনটির প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠ বাণী শোনার জন্য, জাতির পিতাকে একনজর দেখার জন্য বাংলাদেশের মানুষ ব্যাকুল। আমরা আশা করি বঙ্গবন্ধু সুস্থ শরীরে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। যেমন করে তিনি স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনিভাবে স্বাধীনতা রক্ষায় জাতিকে তার স্নেহ-ভালবাসার মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
পূর্বানুমান যাচাই

পূর্বানুমানঃ এক

সংবাদপত্রে বিশেষ কোনো খবর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপ্তি অর্থাৎ কতদিন ধরে খবরটি প্রকাশিত হবে, তা ওই ঘটনার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে।

বিশ্লেষণ

মোট ১১ দিনের সংবাদপত্র এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই দিনগুলো হচ্ছে: ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, শুধু ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি ছাড়া বাকি ১০ দিনই সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশিত হয়েছে। শতাংশের হিসাবে নমুনাভুক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশের দিনসমূহের হার প্রায় ৯১ শতাংশ।

সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে চারটি সংবাদপত্রে মোট ১১২টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক বাংলায়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের সংখ্যা ৪১টি। দৈনিক ইত্তেফাকে ৩৭টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়েছে ২৪টি রিপোর্ট। আর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের সংখ্যা ১০টি। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় এ বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ঘটনার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। আর বাংলাদেশ অবজারভারেও প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১১টি রিপোর্টের মধ্যে ৮টিই ছিল স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক।

পূর্বানুমানঃ দুই

বিশেষ কোনো ঘটনা ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হতে পারে।

বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনায় সংবাদপত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু যেদিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন, ওইদিনের উল্লিখিত বিষয়ের খবর এত গুরুত্ব পেয়েছিল এবং একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমনের প্রতি সম্মান জানানোর নিদর্শনস্বরূপ দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার পরিচিতির প্রতীক নেমপ্লেট বা নামফলক নিচে নামিয়ে দেয়। দৈনিক ইত্তেফাকের নামফলক ছাপা হয় প্রথম পৃষ্ঠার পাদদেশে এবং দৈনিক বাংলার নামফলক ছাপা হয় প্রথম পৃষ্ঠার মাঝখানে। সংবাদপত্রের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের ট্রিটমেন্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমকালীন অন্যান্য রিপোর্টের তুলনায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক রিপোর্টগুলো সংবাদপত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। নিচের টেবিল লক্ষ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষযক মূল রিপোর্টের ট্রিটমেন্ট

তারিখ ▶ / পত্রিকার নাম ▼	৩ জানুয়ারি	৪ জানুয়ারি	৫ জানুয়ারি	৬ জানুয়ারি	৭ জানুয়ারি	৮ জানুয়ারি	৯ জানুয়ারি	১০ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি
দৈনিক বাংলা	প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম সাব-হেডিং	৮ কলাম ব্যানার	৬ কলাম লিড	রিপোর্ট নেই	৩ কলাম	শেষ পৃষ্ঠা সিঙ্গেল কলাম	৭ কলাম লিড	৮ কলাম ব্যানার	৮ কলাম ব্যানার, লাল হরফ, নেমপ্লেট নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে
দৈনিক ইত্তেফাক	৮ কলাম ব্যানার	৮ কলাম ব্যানার	ডাবল কলাম	রিপোর্ট নেই	৭ কলাম লিড	প্রথম পৃষ্ঠা ডাবল কলাম	৬ কলাম লিড	৫ কলাম লিড	৫ কলাম লিড নেমপ্লেট নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে
সংবাদ	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	প্রকাশিত হয়নি	পত্রিকার কপি পাওয়া যায়নি	ডাবল কলাম	৮ কলাম ব্যানার
বাংলাদেশ অবজারভার	প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম	৩ কলাম লিড লাল হরফ	৮ কলাম ব্যানার	রিপোর্ট নেই	৬ কলাম লিড	রিপোর্ট নেই	৮ কলাম ব্যানার লাল হরফ	৭ কলাম লিড লাল হরফ	৮ কলাম ব্যানার

খবর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শিরোনামে লাল হরফ ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সংবাদপত্র সাদা-কালোতে মুদ্রিত হতো। খুব ব্যতিক্রম না হলে রঙিন শিরোনাম বা আইটেম ছাপা হতো না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে রঙিন শিরোনাম ব্যবহারের নজির রয়েছে। বাংলাদেশ অবজারভার নমুনাভুক্ত ১১ দিনের মধ্যে তিনদিন লাল হরফের শিরোনাম ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে একদিন আট কলাম ব্যানার, একদিন সাত কলাম লিড ও একদিন তিন কলাম লিড শিরোনামে লাল হরফ ব্যবহার করেছে। দৈনিক বাংলা একদিন আট কলাম ব্যানার শিরোনামে লাল হরফ ব্যবহার করেছে।

খবরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য খবরের সঙ্গে ছবি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ খবর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে খবরের সঙ্গে ছবি প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক বেশিরভাগ রিপোর্টের সঙ্গেই ছবি ছাপা হয়েছে। আর লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি সবকটি খবরের কাগজেই সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের সঙ্গে অনেক বড়ো আকৃতির ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দৈনিক বাংলা সবচেয়ে বেশি স্পেস ব্যবহার করে।

পূর্বানুমান: তিন

কোনো ঘটনা দিনের পর দিন বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকলে সে বিষয়ে বেশিসংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে।

বিশ্লেষণ

সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে চারটি সংবাদপত্রে মোট ১৩টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দৈনিক বাংলায় ৫টি, বাংলাদেশ অবজারভারে ৫টি, দৈনিক ইত্তেফাকে ২টি এবং সংবাদ পত্রিকায় ১টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্বানুমান: চার

স্বাভাবিকভাবে সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট পাতায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও কোনো ঘটনার বিশেষত্বের কারণে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে।

বিশ্লেষণ

পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও দেশে ফিরে আসার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সংবাদপত্রে এই ঘটনা এতটাই গুরুত্ব পেয়েছিল যে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে খবরের কাগজগুলো এ প্রসঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সবকটি খবরের কাগজেই এই নজির দেখা যায়। শুধু প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশই নয়, বাংলাদেশ অবজারভার ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সম্পাদকীয় পাতায় এ প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করার পাশাপাশি প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সম্পাদকীয়র সারসংক্ষেপ প্রকাশ করে।

পূর্বানুমান: পাঁচ

দেশে কোনো রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি হলে সেই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে পাঠক ওই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

বিশ্লেষণ

সাধারণ মানুষের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও নিরাপদে নিজ দেশে ফিরে আসা নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল। আর এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে খবরের কাগজ। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে খবরের কাগজের চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি লিখে সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট, সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্রের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। সংবাদপত্রে এই বিষয়ে প্রকাশিত রিপোর্ট ও সম্পাদকীয়তে এর ব্যাপক প্রতিফলন দেখা গেছে। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই এই প্রবণতা দেখা গেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত আট ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা।
দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবি।
তিন. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের তৎপরতা।
চার. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু-সমর্থকদের দাবি।
পাঁচ. মুক্তির প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর বৈঠক।
ছয়. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তানের ঘোষণা।
সাত. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি পাওয়ার খবর।
আট. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশে ফিরে আসার খবর।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রথম খবরটি ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনাবিষয়ক। খবরটি ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানায়। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যভিত্তিক এক রিপোর্ট এর নজির। বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে নানা দেশ তৎপর ছিল। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে ভারতীয় কূটনৈতিক তৎপরতা চলার কথা বলা হয়। মুক্তির প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর বৈঠক হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে এই বৈঠক আরও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আভাস দেওয়া হয়।

১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের ব্যাপারে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত হয়। আমেরিকান

'টাইম' পত্রিকার সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর এক সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি ও বিপিআই খবরটি সরবরাহ করে। এই সাক্ষাৎকারে ভুট্টো জানিয়েছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তিদানের পরিকল্পনা করেছেন।

পরদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারির সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সত্যিই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে কি না, সে সম্পর্কে নানা সন্দেহের প্রতিফলন ঘটে। ওইদিনই ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যভিত্তিক একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারির খবরের কাগজে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে আবার আশাবাদী খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তান যখন নানা টালবাহানা করছে, তখন পাকিস্তানের ভেতরেও বঙ্গবন্ধুর সমর্থকরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি খবরের কাগজে প্রকাশিত এক খবরে এর নজির পাওয়া যায়। এই খবরে জানানো হয়: বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য পাকিস্তানের লারকানা থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে এসে পৌঁছলে বঙ্গবন্ধুর সমর্থকরা বিমানবন্দরে ভুট্টোর বিরুদ্ধে পিকেটিং করে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে মুক্তিলাভ করে লন্ডন পৌঁছেন। এর এক দিন পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি ভারত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। মুক্তির পরদিন অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি এবং দেশে ফিরে আসার খবর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খবর সংবাদপত্রে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক সম্পাদকীয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত পাঁচ ধরনের সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির দাবি।
দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানে বিলম্ব নিয়ে হতাশা, উদ্বেগ, সন্দেহ।
তিন. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস।
চার. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানো।
পাঁচ. স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আগ পর্যন্ত খবরের কাগজের সম্পাদকীয়গুলোয় তাকে নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রতিফলন ঘটে। মুক্তির পর আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ দেখা যায়। মুক্তির আগে দৈনিক বাংলায় তিনটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। মুক্তির পর দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আগে একটি এবং মুক্তির পরে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। মুক্তির পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন প্রকাশিত সম্পাদকীয়টি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে ইত্তেফাক। সংবাদ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এবং তা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন এবং প্রথম পৃষ্ঠায়। বাংলাদেশ অবজারভার মোট পাঁচটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এর মধ্যে দুটি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আগে এবং তিনটি পরে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির সারসংক্ষেপ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে।

এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সময়ে খবরের কাগজগুলোর মধ্যে দৈনিক বাংলা এ প্রসঙ্গে প্রথম সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এবং তা ১ জানুয়ারি (১৯৭২)। এই সম্পাদকীয়তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিলম্ব করায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর তীব্র সমালোচনা করা হয়। পরদিন ২ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারও একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জোর দাবি জানায়। ৪ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত রিপোর্টে লেখা হয়, তাকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা হয়েছে। এই খবরের ভিত্তিতেই দৈনিক বাংলায় ৪ জানুয়ারি (১৯৭২) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে বর্বর ও পশুশক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং পাকিস্তান বিশ্বজনমতের চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়। তবে এই সম্পাদকীয় প্রকাশের পরদিনের খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁর মুক্তির ব্যাপারটি আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

৫ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার–এই তিনটি পত্রিকায়ই প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে বিলম্বের বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা না দেওয়াকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে বলে মন্তব্য করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানে বিলম্বে হতাশা ব্যক্ত করার পাশাপাশি তাঁর নেতৃত্ব সেই মুহূর্তে বাংলাদেশে কেন প্রয়োজন, সে ব্যাপারে বেশকিছু মন্তব্য করা হয়। আর বাংলাদেশ অবজারভারে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিলম্বকে অপ্রত্যাশিত এবং এর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে বলে মন্তব্য করা হয়।

৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তির খবরে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলোয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধারাবাহিক সংগ্রাম ও কঠোর পরিশ্রমের কথা স্মরণ করা হয়। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার এইদিন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

১০ জানুয়ারি (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এদিন খবরের কাগজগুলো প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে বলে মন্তব্য করা হয়। সংবাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তাকারী হিসেবে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়াকে বন্ধুরাষ্ট্র অভিহিত করা হয়। এ দুই দেশ ছাড়াও যেসব দেশ বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে অবদান রেখেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুরোধ জানানো হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ও বিরোধিতাকারী শক্তির প্রতি সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে 'Lets Smile Today' শীর্ষক মূল সম্পাদকীয় থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় 'Extracts from Editorial: Welcome' শিরোনামে সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হয়। এতে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য আনন্দের খবর বলে মন্তব্য করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে ফিরে আসার পরদিনও (১১ জানুয়ারি ১৯৭২) সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে তাকে অভিনন্দন জানায়। এদিন দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দীর্ঘদিন বন্দি করে রাখার পাকিস্তানি নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বাধীন জাতি হিসেবে দেশের নাগরিকদের দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় এবং এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে শুধু সম্পাদকীয় নয়, সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন ঘটে এমন মন্তব্যধর্মী রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়। এমন নজির দেখা যায় দৈনিক বাংলায়। ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় 'বর্বর খান সেনাদের দোসর ভুট্টো এখনও খেলতে চাচ্ছে–' শিরোনামের রিপোর্টটি ছিল এই ধরনের একটি মন্তব্যধর্মী রিপোর্ট। এই রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। একই সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো ষড়যন্ত্র করছেন– এমন মন্তব্যেরও প্রকাশ ঘটে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনবিষয়ক চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধানত দুই ধরনের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

দুই. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

৮ জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত এক চিঠিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পরও সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে খবরের কাগজের চিঠিপত্র বিভাগে। ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যাশা করা হয় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা-পূর্ব নেতৃত্বের মতোই স্বাধীনতা-উত্তর নেতৃত্ব জাতি গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে নানামুখী তৎপরতা এবং মুক্তিলাভের পর দেশে ফিরে আসার বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠেছিল। এই সমীক্ষার নির্ধারিত সময়ের শুরু ছিল ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি। উল্লিখিত দিন থেকে আরম্ভ করে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত; এমনকি পরের দিন ১১ জানুয়ারিতেও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। খবরের কাগজগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বন্দি অবস্থার বিষয়টি প্রায় প্রতিদিনই ফলো-আপ বা নতুন খবরের মাধ্যমে পাঠককে অবহিত করেছে। প্রকাশিত রিপোর্ট উপস্থাপনার দিক থেকেও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি প্রধান্য বিস্তার করেছিল। শুধু তা-ই না, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের রিপোর্ট উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রমধর্মী একটি ঘটনা ঘটে। আর সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরের দিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মূল রিপোর্টটি প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে প্রকাশের জন্য সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত দুটি পত্রিকা তাদের পরিচিতির প্রতীক প্রথম পৃষ্ঠার নামফলক নিচে নামিয়ে দেয়। আর নামফলকের স্থানে প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের খবর। সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ হয়ে ওঠার কারণেই এই বিষয়ে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে পাঠকদের চিঠিও প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে রিপোর্ট, পাঠকের চিঠির পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়তেও ইস্যুটি গুরুত্ব লাভ করে। স্বাভাবিক নিয়মে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রের নির্ধারিত পাতায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিষয়ের গুরুত্বের কারণেই সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশের নজির দেখা যায়। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় এ দৃষ্টান্ত রয়েছে। সার্বিকভাবে সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকীয় নীতির কোনো অমিল দেখা যায়নি।

তথ্যসূত্র

ইসলাম, (মেজর) রফিকুল (পিএসসি) (২০০০), '*শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম*', ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী

ইমাম, মুহাম্মদ হাসান (১৯৯৬), '*সামাজিক গবেষণা : প্রত্যয়, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি*', ঢাকা: অধুনা প্রকাশনী

চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান (২০১১), '*শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা*', ঢাকা: মিজান প্রকাশনী

দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

দৈনিক বাংলা, ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

বাংলাদেশ অবজারভার, ১ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

মাহ্‌মুদ, ড. আনু (২০১৭), '*বঙ্গবন্ধু: জীবনালেখ্য*', ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশন্স

হোসেন, আশরাফ (২০১৪), '*বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষপট*', ঢাকা: উত্তরণ

হোসেন, ড. কামাল (১৯৯৪), '*স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা: ১৯৬৬-১৯৭১*', ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী

সরকার, মোনায়েম (সম্পাদক) (২০০৮), '*বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড*', ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সংবাদ, ১০ থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

সালিম, আহমেদ (অনুবাদ: মফিদুল হক) (১৯৯৮), '*পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দীজীবন*', ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ

Chaudhury, Air Marshal Zafar, *'Mosaic of Memory'*, Lahore

Keyton, Joann (2006), *'Communication Research : Asking Question, Finding Answers'*, New York: McGraw-Hill

Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick (1987), *'Mass Media Research: An Introduction(2nd ed.)'*, California: Wadsworth Publishing Company

Stone, P. J. (1966), *'The General Inquirer : A Computer Approach to Content Analysis'*, Cambridge, MA: MIT Press

Walizer, M. H., & Wienir, P. L. (1978), *'Research methods and analysis'*, New York: Harper & Row.

পরিশিষ্ট-এক

শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণঃ

আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সেই বীর শহীদদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।

ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হলো, তা কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের মুক্তিসংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজির নেই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বরতার প্রমাণ দিয়েছে, সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার করে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নিচু করব না।

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।' কিন্তু আজ আর কবিগুরুর সে কথা বাংলার মানুষের বেলায় খাটে না। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে। ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, আপনারা কত অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, গেরিলা হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, রক্ত দিয়েছেন দেশমাতার মুক্তির জন্য। আপনাদের এ রক্তদান বৃথা যাবে না।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন; এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি,

আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালিও প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে– এমন কোনো শক্তি নেই।

আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্যদানের জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকুরি বা কাজ না পায়, তা হলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে– পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। আপনারা নিজেরাই সেসব রাস্তা মেরামত করতে শুরু করে দিন। যাঁর যা কাজ, ঠিক মতো করে যান। কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ঘুষ খাবেন না। এই দেশে আর কোনো দুর্নীতি চলতে দেয়া হবে না।

প্রায় চার লাখ বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানে আছে। আমাদের অবশ্যই তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। বাংলাভাষী নয়, এমন যারা বাংলাদেশে আছে, তাদের বাঙালিদের সাথে মিশে যেতে হবে। কারও প্রতি আমার হিংসা নেই। অবাঙালিদের ওপর কেউ হাত তুলবেন না। আইন নিজের হাতে নেবেন না। অবশ্য যেসব লোক পাকিস্তানি সৈন্যদের সমর্থন করেছে, আমাদের লোকদের হত্যা করতে সাহায্য করেছে, তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেয়া হবে।

আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল এবং অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজুদ্দিন এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।

আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা আপনাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমি চাই আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনদের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোনো আক্রোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধুমাত্র সেই ধরনের বন্ধুত্বই হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের কোনো লোক মারা যায়নি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান

চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ-দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ-দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যাই নন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনিও। তাঁর সাথে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় এক কোটি লোক– যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল– এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে, সেই বীর মুক্তিবাহিনী ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক সমাজ বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ইপিআর, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তার নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দুদেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাহলে সে-স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়ার জন্য সাহায্য করুন।

জয় বাংলা।

সূত্র: *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ২০১২*

পরিশিষ্ট-দুই

দৈনিক বাংলা

...টি শিল্প ইউনিটের দায়িত্ব গ্রহণ

যে কোন মূল্যে আইন-শৃংখলা বজায় রাখুন: তাজউদ্দীন

বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করুন

বোনাস ব্যবস্থা বাতিল

রবিবারের দৈনিক বাংলা

ঘোষণা

উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি ফেরত না দেয়া হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবেঃ তাজউদ্দীন

ইয়াহিয়া চক্রের জনস্বার্থবিরোধী সকল ব্যবস্থা বাতিল

১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে বিদেশে পাট রপ্তানির জন্য সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল

ভারতে পাট রফতানী নিষেধাজ্ঞা বাতিল

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী জোরদার হবেঃ তাজউদ্দীন

সরকার আরো ১১৫টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার নিয়েছেন

শহীদ মিনারে দেশাত্মবোধক গানের আসর

'বিচ্ছুদের' লোমহর্ষ কাহিনী

পরিকল্পনা ছিল তিনটা রিকশাই একসাথে শাহবাগ স্টেশনের সামনে যাবে না

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সকাশে ঢাকাস্থ মার্কিন মিশন প্রধান

ঘোষণা

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"

বাংলাদেশ

পাকিস্তান মেডিকেল স্যাপ্লাইস

জেসন ফার্মাসিউটিক্যালস

দৈনিক বাংলা

স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠাই সরকারের লক্ষ্যঃ তাজউদ্দীন

রাষ্ট্রীয় আদর্শ বাস্তবায়নের আহ্বান

'বিচ্ছুদের' লোমহর্ষ কাহিনী

বাংলাদেশ সংবাদপত্র (প্রশাসন) আদেশ জারী

ধর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে

সংখ্যালঘু থাকবে না

রাষ্ট্রীয় আদর্শ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত জনগণ ক্ষান্ত হবে না

বোরো চাষীদের জন্য তিন কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর

চিরঞ্জীব শহীদের স্মৃতি

দি নেশান

দি নেশান

দৈনিক বাংলা

বিশ্ব জনমতের চাপের মুখে শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত

ভুট্টোর দম্ভ ভেঙ্গেছি

বঙ্গবন্ধুকে এনেছি

জয় বাংলা ★ জয় বঙ্গবন্ধুর জয়

জেগে আছে ঢাকা নগরী—

জয় বঙ্গবন্ধু জয় শেখ মুজিব

রক্তস্নাত বাংলার মুখে হাসি ফুটে উঠুক: তাজউদ্দীন

বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স গঠিত

স্বাধীনতা রক্ষায় সতর্ক থাকুন

প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান

আজ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

দৈনিক বাংলা

বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব পাকিস্তানের জন্য দুর্ভোগের পরিণতি ডেকে আনবে

ভুট্টোর প্রতি তাজউদ্দীনের হুঁশিয়ারী

বর্বর খান সেনাদের দোসর ভুট্টো এখনও খেলতে চাচ্ছে—

আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দিল্লী যাত্রা

স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত

আজ জনসভা

চারজন বুদ্ধিজীবীসহ আরও সাতটি লাশ উদ্ধার

মর্মন্তুদ মুক্তিসেনার কাহিনী

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সম্পর্কে জনমনে জিজ্ঞাসা

আমেরিকা ও চীনের বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকা ভুলা যায় না

'বিচ্ছুদের' রোমাঞ্চকর কাহিনী

স্টেট ব্যাংক অপারেশন

দৈনিক বাংলা

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভা

জগন্নাথ হলের হত্যাযজ্ঞ: সাক্ষী একটি টিভি ক্যামেরা

শেখ মুজিবকে ছাড়তে হবে

সামনে লাল ট্রাফিকের সিগন্যাল: মন্ত্রীর গাড়ীটি থামিয়ে দিল

ধর্মনিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র কায়েমে এগিয়ে আসুন

ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউস চালু হবে

শিক্ষা কমিশন গঠনের দাবী

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্যে কূটনৈতিক অভিযান চালানো হবে: সামাদ

আরো ২১ জন দালাল গ্রেফতার

সিআইএর অদৃশ্য হাত বড় বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে

সর্বশেষ

দৈনিক বাংলা

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

সবাইকে জাতীয় মিলিশিয়ায় নেয়া হবে

ইন্দিরা বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা প্রশ্নে আলোচনা

শেখ মুজিবকে ফেরত আনাই প্রধান আলোচ্য বিষয়

আরো ২৭ জন দালাল গ্রেফতার

১২০টি গাড়ী উদ্ধার

বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিলে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ভাল হতে পারে

বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে: ভুট্টো

সর্বশেষ

দৈনিক বাংলা

এখুনি শেখ মুজিবকে ফেরত চাই

সর্বশেষ

নজরুল ও তাজউদ্দীনের কাছে পদগর্নি ও কোসিগিনের অভিনন্দন

শিল্পনগরী বধ্যভূমির অস্তিত্ব অজানা রয়ে গেল কেমন করে ?

১৭ই জানুয়ারীর পর বৃটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে

ফকা চৌধুরী দেড় মণ সোনা নিয়ে পালাচ্ছিল

দালালদের খুঁজে বের করার জন্য কমিটি গঠন করা হবে

সাগ্রহ প্রতীক্ষা

সংবাদ

আগামীকাল ১৬ই জানুয়ারী রবিবার হইতে দৈনিক 'সংবাদ' পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।

কঠোর পরিশ্রম করতে হবে

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ : কতিপয় সুপারিশ

সেবাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য

রোববারের দৈনিক বাংলা

জনগণের মাঝে ফিরে যেতে চাই

গণতন্ত্র ও বিশ্বজনমতের বিজয়: তাজউদ্দীন

আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ

সবুজ বাঙলা

স্বাধীন বাংলা

সোনার বাংলা

সিঙ্গার সিউইং মেশিন কোম্পানী

দৈনিক বাংলা

সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর নয়নমণি বঙ্গবন্ধু আজ আসছেন

জয় বাংলা জয়তু মুজিব

পরিবারের নাম বাংলাদেশ
স্বজনের নাম বঙ্গবন্ধু

আজ নেতাকে বরণের মহালগ্ন: জনসমুদ্রের অধীর প্রতীক্ষা

রেসকোর্স ময়দানের ব্যবস্থা

মুজিব-হীথ আলোচনা

স্বাগত

বাঙালী জাতির জনক
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের
স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে
স্বাগত সম্ভাষণ জানাই।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্বাধীন হয়েছি স্বাধীন থাকবো

উচ্ছ্বাসে উল্লাসে ওঠে আকুল আবেগ

দৈনিক বাংলা

রেসকোর্স

আনন্দ আলোকে—

লন্ডন হতে ঢাকা

আনন্দের অশ্রুতে ঢাকা

'আমার সব দুঃখ শেষ হবে—'

পাকিস্তানী

ভারত-বাংলাদেশ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন চিরদিন অটুট থাকবে

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
দুশমনদের চক্রান্ত নস্যাতের জন্য
আইন-শৃংখলা বজায় রাখুন
—তাজুদ্দীন আহমদ
সরকারী তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত
যুদ্ধ নয়, শান্তি
সরকার কর্তৃক ১৮৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার গ্রহণ
বাংলাদেশের স্থানীয় তফশিলী ব্যাংক :—
১। ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
২। ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী সেনা প্রত্যাহার করা হইবে

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
বাস্তুত্যাগী সম্পত্তির নিলাম-বিক্রয় বাতিল
৭৫ হাজার লোক হত্যা
ভারতে পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা অপসারিত
আজকাল হালচাল
ভারত বাংলা বার্তা বিনিময় শুরু
অবিলম্বে সকল শিল্প কারখানা চালুর দাবী
ঘোষণা
"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই—"
জেসন ফার্মাসিউটিক্যালস

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ

কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর বিনাশর্তে মুক্তি

স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সংবাদপত্র গড়িয়া তোলাই সরকারী লক্ষ্য

সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা আদেশ জারি

কাজে যোগদানের পর অবিলম্বে এক মাসের বেতন দানের নির্দেশ

"দি পিপল"

মুজিবনগর হইতে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক

দি নেশান

ঢাকার বুকে ইংরেজী দৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করছে।

দি নেশান

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ

পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর জিন্দানখানা হইতে

বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

জনতা সাগরে জেগেছে ঊর্মি পদভারে টলমল পৃথ্বি

স্বাধীনতা হরণের জন্য শত্রু এখনও সক্রিয়

৩কোটি লোকের পুনর্বাসনে ৫হাজার কোটি টাকা চাই

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই
বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রহিয়াছে'
—পররাষ্ট্র মন্ত্রী
বাংলাদেশ
আজ একটি বাস্তব সত্য

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
স্বাধীন বাংলায় প্রতিটি সাধারণ মানুষের অন্ন বস্ত্র চিকিৎসা ও বাঁচার নিশ্চয়তা চাই
সেনাবাহিনীর প্রতি রাষ্ট্রপতি
এবার দেশকে গড়িয়া তোলার কাজে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করুন
বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের দায়-দেনার দায়িত্ব গ্রহণে বাধা নহে
পররাষ্ট্র মন্ত্রী

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

যে কোন মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় পৌঁছিতেছেন

মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয় মিলিশিয়ায় গ্রহণ করা হইবে

—প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেই সম্পর্ক ভাল হইতে পারে

নয় মাসের সংগ্রামী মৈত্রী-বন্ধন কোনকালেই ধ্বংস হইবে না

বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা জানাই হাজার ছালাম এবং বজ্রকঠোর শপথ নিয়ে নিজেদেরকে উৎসর্গ করি আজ এই স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাছে।

কামনা করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের দীর্ঘায়ু

জয় বাংলা

মেমন সম্প্রদায়

ঢাকা, বাংলাদেশ।

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছি

— সৈয়দ নজরুল

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির চক্রান্ত সফল হইবে না

—ইন্দিরা

পাকিস্তানের অবশিষ্টাংশের অস্তিত্বের জন্যও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া উচিত

'পিণ্ডিতে ভুট্টোর বিরুদ্ধে মুজিব সমর্থকদের পিকেটিং

কোসিগিন ও পদগর্নীর অভিনন্দন

সংবাদ

আগামী ১২ই জানুয়ারী রবিবার হইতে দৈনিক 'সংবাদ' পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

'আমার সোনার বাংলা আজ মুক্ত ও স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্র'

বঙ্গবন্ধু এখন লণ্ডনে

'বলুন, বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন'

লণ্ডন হইতে ঢাকা

এখনও ষড়যন্ত্র চালাতেছে

'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ ঃ আসলে আমরাই—'

এবার দেশ গঠনে নয়া ইতিহাস সৃষ্টির পালা—

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

ঐ মহামানব আসে

দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে-

অভিনন্দন আছে, পথের দু'পাশে অভ্যর্থনা

দিল্লীতে নেতার রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা

প্রতীক্ষাকুল শহরবাসী

আজ ছুটি

ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা উল্টাদিকে ঘুরাইবার চেষ্টা করিবেন না

স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে

বাঙ্গালী এবার হাসিবে,খেলিবে

এ স্বাধীনতা আর কেউ হরণ করিতে পারিবে না

দৈনিক

ইত্তেফাক

THE BANGLADESH OBSERVER

MUJIB SPEAKS FROM LONDON

I AM ALIVE AND WELL

Plane sent to London

PAKISTANI LIE

Return from the gallows

Arrangements for grand reception

Waiting crowds at airport

We are very happy: India

Sheikh will meet Heath

'Do you know my son?'

Heath urged to send Sheikh via Delhi

That voice again alive 9 months

The leader in his usual voice